চাওয়া

মোঃ আবদুল খালেক

আপন বেদিতে চাওয়া-পাওয়া বৃক্ষবিটপ
সুললিত ছায়াতল আহলাদে পূণ্য বিছায়,
সারল্যে রেখেছি বাঁধিয়া আপন বলায়,
পেতে চায় কোন মায়া বিপুল আশায়;
কেবলই ভুল করে বসি চাওয়া পাওয়ায়।
ভালোবাসায় সিক্ত চিঠিখানা ফেরত দিয়ে
বলেছিল এক জলকন্যা রমনী
দিলাম তোমায় ঋতুময়ী গোলাপী গোলাপ,
জলের সাথে প্রান বন্দী বাতাসে অসাড়,
আমিই গোলাপ হব সকল সহবাস।
ভুলকরে চাওয়ায়
মালা হল সুশোভিত গোলাপী প্রান,
রমনীর সহবাস হল না জীবনভর।

চাওয়ার বেলায় রিহার্সাল করেছি কতবার
কি কি চাইলে অর্থে ভরে যাবে সুখ,
পালঙ্ক উড়ে যাবে আকাশে চাঁদের নিদ্রায়,
চাঁদমুখী হুরদের হরিনী ইশারায় মিটেযাবে
পঞ্চান্দ্রিয়ের পিপাসা তেষ্ঠা,
কি পেলে নিশ্চিন্তায় ঘুম হবে বনানী পাড়ে।
মূল্যবোধ হরণ
কিংবা বিচার অবিচার তুচ্ছ করে,
লালায়িত ঐশ্বর্যের পানে
ছুড়ে দিবে তীর, ঠিক ক্ষনে সঠিক বৃত্তে
তারপর, চেরাগ পাওয়া রসে ভেজা বিলাস।

রাশি রাশি সোনালী মহর বিছানো পথে পথে
বাজার ভর্তি কনক রাজার বাড়ী,
রঙিন কাঁচের মাঝে সুখভর্তি মেলা;
এ সবের অভিলাষে-
রুই কাতলা রাঘব বোয়ালদের ভীড়ে,
উড়ে বেড়ায় পাশ্চাত্যের সুরভিত ঘ্রান,
বুলিতে বুলিতে ছড়ায় পছন্দের সুখ,
চেরাগ হাতে দৈত্য
কেবল অপেক্ষা শুধু একটু চাওয়ার।

বাজারের পাশে বসেছে এক মহড়া,
মালী সাথে কয়েকটি ফুলের পশরা,
চোখ ভুলে বসে আছি সুরের আনন্দে
ফুল কিনে ফিরে আসি সকল সানন্দে ।

শোভিত থরে থরে গোলাপী গোলাপ ঘ্রান,
খুশী কোটি কোটি চাঁদনী বাতির সাথে-
এত পাওয়া কোথায় রাখি !
গোলাপের সাথে সহবাস, দেখ
কি এনেছি কিনে- আপন স্বজনদের ডাকি ।

একি, কি বিষন্ন বদন সারাময় !
ছায়ার নিদ্রা ভাংগে পাতাহীন শাখে,
জোয়ার আটকে আসে সদ্য ভাসা বালু চড়ে,
আলতো নয়নে তাচ্ছিল্যে ভ্রুকুটি হাসি ;
আক্ষেপের দৃষ্টিতে বিরক্তি ছুড়ে
বেজে উঠে কানে,
চারিদিকে দেখ, ঘাড়ের সাথে মাথা ছুয়ে দেখ
সুউচ্চ সুখস্বর্গ এনেছ কে কত সারি সারি,
তোমার কি আর কিছুই ছিলনা চাওয়ার ?

আর কত ভুল হবে আমার !
নীরবে বহে ধীরে নিশার আষাঢ়,
তবুও,
মধুর ভুল হোক যত আক্ষেপের হার ।

২৬. ৩. ২০০৬